১৮-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কখনও সাকার দেহটিকে স্মরণ করবেনা, চোখ দিয়ে যদিও দেখছ কিন্তু স্মরণ সুপ্রিম টিচার শিববাবাকে করতে হবে"

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা কোন্ একটি নিয়ম জানো বলে ফুলের মালা বা ফুল স্বীকার করতে পারোনা ?

উত্তর :- আমরা জানি যে যাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র, কেবল তারা-ই ফুল বা ফুলের মালার প্রাপ্ত করার অধিকারী। এই নিয়ম অনুযায়ী আমরা হার বা ফুল স্বীকার (গ্রহন) করতে পারিনা। বাবা বলেন আমিও হার বা ফুল স্বীকার করিনা কারণ আমি পূজারী ও পূজনীয়, কোনোটাই নই । আমি হলাম তোমাদের ওবিডিয়েন্ট ফাদার এবং টিচার ।

গীত :- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নেমে এসো .....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গীত শুনল। এই গীত শুনলে সর্বব্যাপী-র জ্ঞান লোপ পায়। মনে পড়ে এখন ভারত অনেক দুঃখে আছে। ড্রামা অনুযায়ী এই সব গীত তৈরি হয়েছে। দুনিয়ার লোক সেসব জানেনা। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতে বা দুঃখীদের দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করতে। দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করার জন্যে। বাচ্চারা জেনেছে সেই বাবা-ই এসেছেন। বাচ্চারা পরিচয় পেয়েছে। নিজে বসে বলেন আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করে বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য উদঘাটন করি। সৃষ্টি একটাই শুধু নতুন ও পুরানো হয়। যেমন শৈশবে শরীর নতুন থাকে তারপরে পুরানো হয় । নতুন শরীর, পুরানো শরীর - দুটি জিনিস তো বলা যাবেনা। একটাই থাকে, শুধু নতুন থেকে পুরানো হয়। ঠিক সেইরকম দুনিয়া হয় একটাই , এখন নতুন থেকে পুরানো হয়েছে। কবে নতুন ছিল - সেসব কেউ বলতে পারেনা। বাবা এসে বোঝান - বাচ্চারা যখন নতুন দুনিয়া ছিল ভারত নতুন ছিল। সত্যযুগ বলা হত। সেই ভারত এখন পুরানো হয়েছে। পুরানো ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। নিউ ওয়ার্ল্ড থেকে ওল্ড হয়েছে , পুনরায় নিউ অবশ্যই হতে হবে। নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকার বাচ্চারা করেছে। আচ্ছা, নতুন দুনিয়ার মালিক কে ছিল ? বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন। আদি সনাতন দেবী দেবতারা মালিক ছিলেন , পিতা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন এবারে নিরন্তর এই কথাই স্মরণ করো। বাবা পরম ধাম থেকে আমাদের পড়াতে, রাজ যোগ শেখাতে এসেছেন । সম্পূর্ণ মহিমা একমাত্র ওঁনার-ই, এনার কোনো মহিমা নেই। এই সময় সবাই হল তুচ্ছ বুদ্ধি , কিছু বোধ নেই , তাই আমি আসি তবেই তো এই গান তৈরি হয়েছে। সর্বব্যাপী-র জ্ঞান তো লুপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। বাবা বার বার বলেন দেহ অভিমান ত্যাগ করে দেহি অভিমানী হও এবং শিববাবাকে স্মরণ করো। এমনই ভাবো - শিববাবা-ই সব করেন। ব্রহ্মা তো নেই। যদিও ওঁনার (ব্রহ্মার) রূপ এই চোখে দেখা যায় কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকে যাওয়া উচিত। শিববাবা না থাকলে এনার আত্মা এনার শরীর কোনো কাজের নয়। সদা জানবে যে এনার মধ্যে শিববাবা উপস্থিত আছেন যিনি এনার দ্বারা পড়ান। ইনি তোমাদের টিচার নন। সুপ্রিম টিচার হলেন শিববাবা, স্মরণ ওঁনাকে করতে হবে। কখনও এই দেহকে স্মরণ করবেনা। বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাহলে সর্বব্যাপী-র জ্ঞান লুপ্ত হবে। বাচ্চারা স্মরণ করে আবার এসে জ্ঞান যোগের শিক্ষা প্রদান করুন। পরম পিতা

পরমাত্মা ব্যতীত কেউ রাজ যোগের শিক্ষা দিতে পারেনা। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই গীতার জ্ঞান স্বয়ং বাবা-ই বলেন , যে জ্ঞান পরে প্রায় লোপ হয়ে যায়। সেখানে এর দরকার নেই। রাজধানী স্থাপন হয়ে যায়, সদগতি হয়ে যায়। জ্ঞান দেওয়া হয় দুর্গতি থেকে সদগতিতে যাওয়ার জন্যে। বাকি সব হল ভক্তিমার্গের কথা। মানুষ জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদি যা কিছু করে সেসব হল ভক্তিমার্গের কথা , এর দ্বারা আমায় প্রাপ্ত করা যায়না। আত্মার পাখা ভেঙে গেছে। পাথরে পরিণত হয়েছে। পাথর থেকে পুনরায় পারস করতে আমায় আসতে হয়।

বাবা বলেন এখন কত মানুষ আছে , সর্ষে দানার মতন সংসার ভরে আছে। সব শেষ হবে। সত্যযুগে এত মানুষ হয়না। নতুন দুনিয়ায় বৈভব অনেক, মানুষ কম থাকে। এখানেতো এত মানুষ আছে যে খাবার পাওয়া যায়না। পুরানো খরা জমি হয়েছে। যা আবার নতুন হবে। সেখানে সবকিছুই থাকে নতুন। নামটাই কত মিষ্টি - হেভেন, বহিশ্ত , স্বর্গ। দেবতাদের নতুন দুনিয়া। পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘরে বসার ইচ্ছে তো হয় তাইনা। এখন হল নতুন দুনিয়া স্বর্গে আসার কামনা। এই পুরানো শরীরের কোনো ভ্যালু নেই। শিববাবার তো কোনও শরীর নেই। বাচ্চারা বলে হার পরাব। কিন্তু এনাকে হার পরালে তোমাদের বুদ্ধিযোগ এনার দিকেই যাবে। শিববাবা বলেন আমার হারের দরকার নেই, তোমরা-ই পূজ্য হও। পূজারীও হও। নিজেরাই পূজ্য , নিজেরাই পূজারী হও। অর্থাৎ নিজেদের ছবির পূজা করতে আরম্ভ করো তোমরা। বাবা বলেন - আমি পূজ্য হইনা , আমার ফুলেরও দরকার হয়না। আমি কেন ধারণ করব ? তাই কখনও ফুল স্বীকার করেননা। তোমরা যবে পূজ্য হবে তখন যত ইচ্ছে ফুল ধারণ কোরো। আমি তো হলাম বাচ্চারা তোমাদের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার, টিচার এবং সার্ভেন্ট। বড় বড় রয়্যাল মানুষ যখন সিগনেচার করেন তখন লেখেন - মিন্টো (Minto), কার্জন (Curzon) [British Viceroys] ... নিজেকে কখনও লর্ড লেখেনা। এখানে তো লেখে - শ্রী শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী অমুক। একদম 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহার করে। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন এই শরীরকে স্মরণ কোরোনা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়ায় আত্মা এবং শরীর দুই হল পতিত। সোনা ৯ কারেটের হবে তো গয়নাও ৯ ক্যারেটের হবে। সোনায় খাদ পড়ে। তো আত্মাকে নির্লিপ্ত ভাবা উচিত নয়। এই জ্ঞান তোমাদের এখন রয়েছে তারপরে ২১ জন্মের প্রালব্ধ প্রাপ্ত কর , সুতরাং কতখানি পুরুষার্থ করা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। ব্রহ্মার আত্মাও শিববাবাকে স্মরণ করে। এক ভগবানকে সব ভক্তরা স্মরণ করে। কিন্তু তমোপ্রধান হওয়ার ফলে বাবাকে ভুলে নুড়ি পাথর সবের পূজা করে। আমরা জানি যে কিছু হচ্ছে , ড্রামাতে শ্যুট হয়ে চলেছে। ড্রামায় একবার যা শুটিং হয়েছে, ধরো কোনো পাখি উড়ে যায় তবে সেই সীন শ্যুটিংয়ে বার বার দেখা যাবে। ঘুড়ি ওড়া শ্যুট হলে বার বার সেই সীন রিপিট হবে। সেরকমই ড্রামাও সেকেন্ড সেকেন্ড রিপিট হয়। শুট হতে থাকে। সবই নির্দিষ্ট এই ড্রামাতে, তোমরা সবাই হলে অ্যাক্টর। পুরো ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখ। এক একটি সেকেন্ড ড্রামা অনুযায়ী পার হয়। পাতা নড়ছে, ড্রামা পাস হচ্ছে। এমন নয় , প্রতিটি পাতা ভগবানের আদেশ অনুযায়ী নড়ছে। এই সবই হল ড্রামায় নির্দিষ্ট, এইসবই খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বাবা এসে রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন , ড্রামার নলেজ দিচ্ছেন। চিত্র ইত্যাদি সুন্দর তৈরি আছে ! সঙ্গম যুগে কাঁটা লেগে আছে। কলিযুগের অন্ত কাল, সত্যযুগের আদিকাল হল সঙ্গম। এখন পুরানো দুনিয়ায় অনেক ধর্ম আছে। নতুন দুনিয়ায় এইসব হবেনা। তোমরা বাচ্চারা সর্বদা এই ভাবো যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজার রাজা

করি। রাজারা লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করে। অর্থাৎ তাঁদের পূজনীয় স্বরূপ আমি প্রদান করি। যারা পূজনীয় ছিল তারা পূজারী হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো যে আমরা-ই পূজনীয় ছিলাম আমরা-ই পূজারী হয়েছি। বাবা তো পরিবর্তন হন না। তোমরা বাচ্চারা এখন ফুল বা হার ইত্যাদি স্বীকার করতে পারোনা , নিয়ম অনুযায়ী যাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র হয় তারা-ই সেই ফুল প্রাপ্ত করার অধিকারী হয়। সেখানে স্বর্গে তো আছেই সুগন্ধিত ফুল। সুগন্ধের জন্যেই হয় ফুল। হার ধারণ করার জন্যও হয় ফুল। বাবা বলেন এখন তোমরা বাচ্চারা বিষ্ণুর গলার মালা হও , নম্বর অনুযায়ী তোমরা সিংহাসনে বসবে। যারা যেমন পুরুষার্থ করেছে কল্প পূর্বে , তারা করে এবং করবেও। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। বুদ্ধি বলে অমুক আত্মা খুব সার্ভিসেবল। যেমন দোকানে বসে কেউ মালিক হয় , কেউ অংশীদার কেউ ম্যানেজার হয়। এখানেও ঠিক সেইরকম আছে।

তোমরা বাচ্চারা মাতা পিতাকেও জয় করো। তোমরা আশ্চর্য অনুভব কর যে মাতা পিতার চেয়ে এগিয়ে যাবে কিভাবে। বাবা তো বাচ্চাদের পরিশ্রম করে যোগ্য করেন, সিংহাসনে বিরাজিত করেন তাই বলেন আমার সিংহাসন জয় করো। একে অপরকে জয় করা হয় তাইনা। পুরুষার্থ এমন করো যে নয় থেকে নারায়ণ হও। মুখ্য উদ্দেশ্য হলই এক। তারপর বলেন রাজ্য স্থাপন হচ্ছে , তাতেও বিভিন্ন পদ মর্যাদা রয়েছে। মায়াকে জয় করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো। সন্তানদের স্নেহের সঙ্গে পালন করো। কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে থাকো। ভক্তিমার্গে বলেছিলে - প্রভু এইসব কিছু আপনার দেওয়া । আপনার সম্পদ আপনি নেবেন তাতে দুঃখের কি আছে। কিন্তু এই হল দুঃখের দুনিয়া। মানুষ কাহিনী শোনে , মোহ জিত রাজার কাহিনী শোনে। সেখানে দুঃখের অনুভূতি নেই, এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। সেখানে রোগ ইত্যাদি নেই। এভারহেলদি নিরোগী কায়া থাকে সেখানে। বিবাহ ইত্যাদি কিভাবে হয় , কি ড্রেস ধারণ করা হয় , নিয়ম ইত্যাদি কি - এই সবের সাক্ষাৎকার বাচ্চারা করেছে। সেসব পার্ট পার হয়েছে। সেসময় এত জ্ঞান ছিলনা। এখন দিন প্রতিদিন বাচ্চাদের মধ্যে শক্তি বাড়তে থাকে। এইসব পার্টও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। আশ্চর্য কিনা - পরমাত্মারও কত দামি পার্ট আছে। নিজে বসে বোঝান - ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বসে আমি কত কাজ করি ! আমি কল্পে একবারই নীচে আসি। নিরাকারের পূজারী অনেক আছে। কিন্তু নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা কিভাবে এসে পড়ান - এই কথাটি লুপ্ত প্রায় । গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখা আছে, ফলে নিরাকারের প্রতি প্রীতি খন্ডিত হয়েছে। এই সহজ রাজ যোগের শিক্ষা তো পরমাত্মা প্রদান করেন এবং দুনিয়াকে শেখান। দুনিয়া পরিবর্তিত হতে থাকে , যুগ পাল্টাতে থাকে। এই ড্রামার চক্র কে তোমরা এখন বুঝেছ। মানুষ কিছু জানেনা। সত্যযুগের দেবী দেবতারাও জানেনা। শুধুমাত্র দেবতাদের স্মরণ চিহ্ন রয়ে গেছে।

বাবা বলেন সর্বদা এমন ভাবো - আমরা হলাম শিববাবার, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, শিববাবা আমাদের এই ব্রহ্মা দেহের আধার নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। শিববাবার স্মরণে খুব খুশি অনুভব হবে। এমন গড ফাদার কাকে বলা যাবে। পিতাও তিনি , টিচারও তিনি। কিন্তু লৌকিক পিতা গুরুও হবে - এমনটা হয়না। টিচার হতে পারে, ফাদারকে কখনও গুরু বলা হয়না। ব্রহ্মাবাবার ফাদার টিচারও ছিলেন , পড়াতেন। আমরাও পড়তাম। উনি ছিলেন হদের ফাদার টিচার। ইনি হলেন বেহদের ফাদার টিচার। তোমরা নিজেদের গডলি স্টুডেন্ট ভাবলেও পরম সৌভাগ্য। গড ফাদার পড়ান। কত ক্লিয়ার। সুতরাং কতখানি মিষ্টি বাবা তাইনা ! মিষ্টি জিনিস স্মরণ করা হয়। যেমন প্রেমিক ও প্রেমিকার ভালোবাসা। তাদের বিকার-জনিত ভালোবাসা নয়। শুধু একে অপরকে দেখে তারা।

তোমাদের হল আত্মার প্রেম পরমাত্মার সঙ্গে। আত্মা বলে বাবা জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। এই পতিত দেহে এসে আমাদের কত উঁচু স্থান প্রদান করেন ! গায়নও আছে – মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে কোনো জোর লাগেনা। সেকেন্ডে বৈকুন্ঠ বাসী হওয়া যায়। সেকেন্ডে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। এইটি হল মুখ্য উদ্দেশ্য , এর জন্যই পড়াশোনার প্রয়োজন আছে। গুরু নানক বলেছিলেন ময়লা অপরিষ্কার কাপড় পরিষ্কার করেন ... লক্ষ্য সোপ হলেন তাইনা। বাবা বলেন আমি হলাম প্রক্ষালক (ধোপা)। তোমাদের বস্ত্র (আত্মা ও শরীর) শুদ্ধ করি ! এমন ধোপা কখনো দেখেছ ? যে আত্মা একেবারে মলিন কালো হয়েছে তাকে যোগবলের দ্বারা স্বচ্ছ করি। এই ব্রহ্মার চেয়েও মিষ্টি তিনি। আত্মাদের বলেন তোমরা এই চোখ দিয়ে ব্রহ্মার শরীর রূপী রথটি দেখ কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা এনার দ্বারা তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট, ভগবান টিচার রূপে আমাদের পড়ান – এই স্মৃতিতে থাকতে হবে। গৃহস্থে থেকে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে হবে।

২) এখন হার বা ফুল স্বীকার করবেনা। বিষ্ণুর গলার হার হতে মায়াকে পরাজিত করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- অলৌকিক জীবনের স্মৃতি দ্বারা বৃত্তি, স্মৃতি ও দৃষ্টির পরিবর্তনকারী মরজীবা বা জীবন্মৃত হও

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ জীবনকে অলৌকিক জীবন বলা হয়, অলৌকিকের অর্থ হল এই লোকের (জগতের) নয়। দৃষ্টি, স্মৃতি, বৃত্তি সবেতেই পরিবর্তন। সদা আত্মা ভাই-ভাইয়ের বৃত্তি বা ভাই-বোনের বৃত্তি হবে। আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে এক পরিবারের সদস্য – এই বৃত্তি থাকবে এবং দৃষ্টি দ্বারাও আত্মাকে দেখো, শরীরকে নয় – তবেই বলা হবে মরজীবা বা জীবন্মৃত । এমন শ্রেষ্ঠ জীবন পাওয়ার পরে পুরানো জীবনের স্মরণ আসতে পারেনা।

স্লোগান – সর্বদা শুদ্ধ অনুভূতিতে থাকলে অশুদ্ধ অনুভূতির ফ্লু কাছেও আসতে পারবেনা ।